কেন্দ্রীয় বাজেট- ২০০৮-০৯ এর
'কৃষিঋণ মকুব ও ছাড়ের' যোজনা, ২০০৮
সংক্রান্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের
২৩ মে ২০০৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির বাংলা প্রতিলিপি।
(বিজ্ঞপ্তি নং -**RPCD. No. PLFS.**
BC. 72/05.04.02/2007-08 dated 23/5/2008)

কৃষি ঋণ মকুব ও ছাড় যোজনা -২০০৮

১. ভূমিকা:

১.১. বিত্তমন্ত্রী ২০০৮-০৯ বর্ষ বাজেট বক্তৃতায় কিষাণদের কৃষিঋণ মকুব ও ছাড় ঘোষনা করেছেন।

১.২. কৃষি ঋণ মকুব করার নির্দেশাবলী নিম্নে বর্নিত হল:

২. সীমা:

২.১. এই কৃষিঋণ মকুব যোজনার আওতাভুক্ত হবে- 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী' এবং 'অন্যান্য চাষী' যাদের তফসিল বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ক্ষেত্রীয় গ্রামীন ব্যাঙ্ক, সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠান (শহরী সমবায় ব্যাঙ্ক সহ) এবং স্থানীয় ভিত্তিক ব্যাঙ্ক (পরবর্তী কালে ঋণদান প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখিত হবে) যারা প্রত্যক্ষভাবে এই কৃষিঋণ প্রদান করেছে।

২.২. এই যোজনা এই মুহূর্ত থেকে কার্যকারী হবে।

৩. সংজ্ঞা:

৩.১. "প্রত্যক্ষ কৃষিঋণ" এর অর্থ- স্বল্পকালীন উৎপাদন ঋণ এবং বিনিয়োগ ঋণ যা সরাসরি চাষীদের কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। একদল চাষী (উদাহরণ স্বরূপ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও যৌথভাবে দায়বদ্ধ গোষ্ঠী) যারা সরাসরি এই ঋণ পেয়েছে তারাও এই যোজনার আওতাভুক্ত হবে-যদি ব্যাঙ্কগুলির খাতায় ঐ গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত সদস্যদের ব্যক্তিগত ঋণের হিসাব নিকাশ থাকে।

৩.২. 'স্বল্পকালীন উৎপাদন ঋণ' বলতে বোঝায় যে ঋণ শস্য/ফসল উৎপাদনের জন্য নেওয়া হয়েছে এবং যা ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য। অনধিক ১০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা) পর্যন্ত কার্যকরী মূলধন ঋণ যা প্রথাগত এবং অপ্রথাগত বাগান এবং উদ্যানভিত্তিক চাষ আবাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, তাহাও এই স্বল্পকালীন উৎপাদন ঋণ এর অর্ন্তভুক্ত হবে।

৩.৩. বিনিয়োগ ঋণ এর অর্থ:

(ক) বিনিয়োগ ঋণ যা প্রত্যক্ষ কৃষিঋণের জন্য দেওয়া হয় যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত কৃষি সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন এবং মূলধনী বিনিয়োগ কৃষিঋণ জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। উদাহরণ স্বরূপ-কুয়ো খনন ও পুন:সংস্কার, পাম্পসেট, ট্রাক্টর / বলদ খরিদ, জমি উন্নয়ন এবং প্রথাগত ও অপ্রথাগত বাগান ও উদ্যানভিত্তিক চাষ আবাদের জন্য মেয়াদী ঋণ।

(খ) আনুষঙ্গিক কৃষিকাজের জন্য বিনিয়োগ ঋণ দেওয়া হয় গরু, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, মাছ, মৌমাছি পালন ও গ্রীন হাউস এবং জৈব গ্যাস উৎপাদনের জন্য।

U.B.I.H.O.

৩.৪. 'সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠান ' বলতে বোঝায় একটি সমবায় সমিতি
(১) যারা চাষীদের স্বল্পকালীন শস্য ঋণ প্রদান করে এবং যারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সুদের সহায়তা (Interest Subvention) পায়; অথবা
(২) যাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আর বি আই বা নাবার্ড এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অথবা
(৩) যে সমবায় প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের স্বল্পকালীন/দীর্ঘকালীন সমবায় ঋণ গঠনের অর্ন্তভুক্ত।

৩.৫. 'প্রান্তিক চাষী' বলতে বোঝায়-
যে চাষীর কৃষিযোগ্য জমির পরিমান (নিজস্ব মালিকানাধীন বা বর্গা / ভাগচাষ) এক হেক্টর পর্যন্ত (২.৫ একর)।
৩.৬. 'ক্ষুদ্রচাষী' বলতে বোঝায়-
যে চাষীর কৃষিযোগ্য জমির পরিমান (নিজস্ব মালিকানধীন অথবা বর্গা / ভাগচাষ) এক থেকে দু হেক্টর পর্যন্ত (৫.০০ একর পর্যন্ত)।
৩.৭. 'অন্যান্য চাষী' বলতে বোঝায়-
যে চাষীর কৃষিযোগ্য জমির পরিমান (নিজস্ব মালিকানাধীন অথবা বর্গা / ভাগ চাষ) ২ হেক্টরের বেশী (৫.০০ একরের বেশী)

ব্যাখ্যা:
(১) উপরোক্ত শ্রেনীবিন্যাসের উপযুক্ত চাষীদের যারা ঋণ মকুবের আওতাভুক্ত হবে, তাদের জমি ধারনের পরিমান বিবেচনা করা হবে সেই চাষীটি একক ভাবে বা যৌথভাবে মোট কতটা জমিতে চাষ করেছে অথবা মোট চাষের জমির পরিমান (বর্গা বা ভাগচাষী হিসাবে) যা ছিল ঋণ মঞ্জুরির সময় এবং পরবর্তীকালে জমি ধারনের পরিবর্তনের পরিমান বিবেচিত হবে না।
(২) যদি চাষীরা তাদের জমি একত্রিতভাবে চাষ করার জন্য যুগ্মভাবে ঋণ গ্রহন করে, তাহলে যে চাষীর সর্বাপেক্ষা বেশী জমি থাকবে তাহাই 'ক্ষুদ্র,প্রন্তিক বা অন্যান্য চাষীর শ্রেণী নির্ধারনের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচ্য হবে।

(৩) যে সকল চাষী আনুষাঙ্গিক কৃষিকাজের জন্য মূল ঋণ হিসাবে অনধিক ৫০০০০/- টাকা পেয়েছে তারা 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক' চাষী হিসাবে গন্য হবে এবং মূলঋণের পরিমান ৫০০০০/- টাকার বেশী হলে তারা "অন্যান্য চাষী" হিসাবে গন্য হবে। উভয় ক্ষেত্রেই জমির ধারনের পরিমান মাপকাঠি হবে না।
(৪) উপরোক্ত নির্দেশাবলীর শর্তসাপেক্ষে কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দেয় প্রত্যক্ষ কৃষি ঋণ এই যোজনার আওতাভূক্ত হবে।

(৫) একজন চাষীর 'স্বল্প মেয়াদী ঋণ' ও 'বিনিয়োগ ঋণ' দুটি পৃথক ঋণ হিসাবে গন্য হবে এবং এই কৃষি ঋণ মকুব যোজনাটি দুটি ভিন্ন ঋণের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রযোজ্য। একইভাবে যদি কোন চাষী কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে দুটি ঋণ-ই পৃথকভাবে গন্য হবে এবং ঋণ মকুব যোজনার আওতাভুক্ত হবে।

৪. ঋণ মকুব ও ছাড়ের বিবেচ্য টাকার পরিমান.

৪.১. ঋণ মকুব বা বিবেচ্য ছাড়ের পরিমান, ক্ষেত্র বিশেষে (পরবর্তীকালে 'বিবেচ্য ছাড়ের পরিমান' হিসাবে বর্নিত) গঠিত হবে-

(ক) স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন ঋণ এর সেই পরিমান (প্রযোজ্য সুদ সহ)

(i) যে ঋণ প্রদান হয়েছে ৩১ মার্চ ২০০৭ এর মধ্যে এবং যা বাকি রয়ে গেছে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত আর যা ২৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ অবধি পরিশোধ হয়নি।

\(ii) কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যে সমস্ত ঋণ, ব্যাঙ্কগুলি পুর্নগঠিত এবং পুর্ননির্ধারিত করেছে ২০০৪ এবং ২০০৬ সালে (বকেয়া হোক বা না হোক), এবং

(iii) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল ঋণ (বকেয়া হোক বা না হোক) পুর্নগঠিত অথবা পুর্ননির্ধারিত হয়েছে ৩১ শে মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত।

(খ) বিনিয়োগ ঋণ এর ক্ষেত্রে, ঐ ঋণের বকেয়া কিস্তিগুলি (বকেয়া কিস্তিগুলির উপর প্রযোজ্য সুদ সহ) যদি ঐ ঋণ

(i) ৩১ শে মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৭ এ বকেয়া ঋণ এবং সেই ঋণ যা ২৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত পরিশোধ হয়নি।

(ii) কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যে সমস্ত ঋণ ব্যাঙ্কগুলি পুর্নগঠিত এবং পুর্ননির্ধারিত করেছে ২০০৪ এবং ২০০৬ সালে, এবং

(iii) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে সেই সকল ঋণ (বকেয়া থাক বা না থাক) পুর্নগঠিত বা পুর্ননির্ধারিত হয়েছে ৩১ শে মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

বিনিয়োগ ঋণ যা ৩১শে মার্চ ২০০৭ অবধি দেওয়া হয়েছে এবং অনুৎপাদক সম্পদ হিসাবে গন্য হচ্ছে, অথবা যে একাউন্টে মামলা চলছে, ঐ সমস্ত ঋণ খাতার বকেয়া

কিস্তিগুলি ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৭ অবধি ছাড়ের জন্য বিবেচনাধীন হবে।

৪.২. নিম্নলিখিত ঋণগুলি এই যোজনার ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন হবে না ঃ

(ক) দায়বদ্ধ এবং বন্ধকীকরণ কৃষিজ পন্য (কাটা হয়নি এইরূপ ফসল);

(খ) কৃষি ঋণ যা বৃহৎ সংস্থা, অংশীদারী সংস্থা, সমিতি কিন্তু সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠান নয় (উপরোক্ত ৩.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত) এবং ঐ ধরনের সংস্থা ;

৪.৩ ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ এর পূর্বে কোন ঋণদান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় ঋণ এই ঋণদান যোজনার আওতাভূক্ত হবে না।

৫ ঋণমকুব ঃ

৫.১ ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষীর ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন ছাড়ের পরিমান সম্পূর্ণভাবে মকুব হবে।

৬ ঋণ ছাড় ঃ

৬.১ 'অন্যান্য চাষীদের' ক্ষেত্রে এককালীন ঋণ পরিশোধ (ও টি এস) এর মাধ্যমে বিবেচনাধীন ছাড়ের পরিমানের ২৫% বাদ দেওয়া হবে যদি ৭৫% (বিবেচনাধীন ছাড়ের) টাকা চাষী নিজে পরিশোধ দেয়।

১নং সংযোজিত তালিকাভূক্ত রেভিনিউ জেলাগুলির ক্ষেত্রে অন্যান্য চাষীরা ও টি এস (OTS)এর মাধ্যমে বিবেচনাধীন ঋণ ছাড়ের পরিমানের ২৫% বা ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) যেটা বেশী সেই পরিমান টাকা ছাড় পারে যদি চাষী বাকি বিবেচনাধীন ঋণ ছাড়ের পরিমানের টাকা নিজে ফেরত দেয়।

৭ কার্যকরণ

৭.১ তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ক্ষেত্রীয় গ্রামীন ব্যাঙ্ক, সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠান, শহরী সমবায় ব্যাঙ্ক এবং স্থানীয় অঞ্চলভিত্তিক ব্যাঙ্ক এর প্রতিটি শাখা যারা এই যোজনার অন্তর্ভূক্ত তাহারা দুইটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য যারা ঋণ মকুবের যোগ্য এবং দ্বিতীয়টি - অন্যান্য চাষীদের জন্য যারা ঋণ ছাড়ের যোগ্য। এই তালিকায় জমির পরিমান, বিবেচনাধীন ঋণ ছাড়ের পরিমান এবং প্রস্তাবিত ঋণ মকুবের পরিমান অথবা ঋণ ছাড়ের পরিমান প্রতি ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই তালিকা ৩০শে জুন ২০০৮ এর পূর্বে প্রতিটি ব্যাঙ্ক/সমবায় সমিতির শাখার নোটিশ বোর্ডে

বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

৭.২ এই যোজনায় ঋণ মকুবের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী নূতন করে কৃষি ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে।

৭.৩ 'অন্যান্য চাষী' হিসাবে স্বীকৃত চাষীরা যারা ও টি এস (OTS) এর মাধ্যমে ছাড় পাবে তারা এই মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি দেবে যে তারা তাদের ঋণ পরিশোধের পরিমান (বিবেচনাধীন ঋণ – ও টি এস OTS ছাড়) অনধিক তিনটি কিস্তিতে শোধ করবে। প্রথম দুটি কিস্তির পরিমান তার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পরিমানের ১/৩ অংশের কম হবে না। এই তিনটি কিস্তি প্রদানের শেষ তারিখগুলি যথাক্রমে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮, ৩১শে মার্চ ২০০৯ এবং ৩০শে জুন ২০০৯।

৭.৪ প্রতিশ্রুতির বয়ান আর বি আই / নাবার্ড এর নির্দেশিত বয়ান অনুযায়ী হবে।

৭.৫ ও টি এস (OTS) এর ছাড়ের টাকা (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ/অনুদান) 'অন্যান্য চাষীর' প্রদেয় টাকা পরিশোধ করার পর তাদের ঋণ খাতায় জমা হবে।

৭.৬ স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে 'অন্যান্য চাষীরা' নূতন করে, স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে তাদের ছাড়ের পরিমানের ১/৩ অংশ পরিশোধের পর।

৭.৭ বিনিয়োগ ঋণের ক্ষেত্রে (প্রত্যক্ষ বা আনুষঙ্গিক কৃষিঋণ 'অন্যান্য চাষীরা' নূতন করে বিনিয়োগের জন্য ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে তাদের অংশের পুরো ঋণ পরিশোধের পর।

৭.৮ এই যোজনায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংযোগকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে তফসীলী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শহরী সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অঞ্চল ভিত্তিক ব্যাঙ্কএর সঙ্গে। নাবার্ড (NABARD) সংযোগকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে ক্ষেত্রীয় গ্রামীন ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

৮. **সুদ ও অন্যান্য খরচ :**

৮.১ ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির 'বিবেচনাধীন ঋণ' ছাড়ের পরিমানের ওপর ২৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এর পরবর্তী সময়ের জন্য কোনরূপ সুদ যোগ করবে না। কিন্তু 'অন্যান্য চাষীদের' ক্ষেত্রে যারা তাদের বিবেচনাধীন ঋণের পরিশোধের পরিমানের নিজস্ব অংশ ৩০শে জুন ২০০৯ এর পূর্বে পরিশোধ করতে পারবে না এবং ও টি এস(OTS) ছাড় এর যোগ্যতা হারাবে, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ৩০শে জুন ২০০৯ এর পর থেকে সুদ সংযোজন করতে পারে।

৮.২ বিনিয়োগ ঋণের কিস্তি যা ৩১.১২.২০০৭ এর পর বকেয়া হবে তাহা ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি প্রযোজ্য সুদ সহ আদায় করবে। ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঋণখাতার ক্ষেত্রে, বকেয়া কিস্তিগুলি পুর্ননির্ধারিত করতে পারে।

৮.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি এই যোজনার অন্তর্ভূক্ত সুদের পরিমান পরিশোধের দাবীর ক্ষেত্রে কখনই মূল ঋণের পরিমানের চেয়ে বেশী হবেনা ।

৮.৪ বিত্ত মন্ত্রালয় ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলিকে আনুষঙ্গিক ও সহায়ক বিষয়ের তৎসহ সুদ ও অন্যান্য খরচের যা ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি চাষীদের বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করবে না এই মর্মে অতিরিক্ত নির্দেশ পাঠাবে ।

৯ ঋণ মকুব বা ঋণছাড়ের শংসাপত্র ঃ

৯.১ ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি বিবেচনাধীন ঋণ মকুবের পর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণ মকুব সংক্রান্ত শংসাপত্র প্রদান করবে। এই শংসাপত্রে বিবেচনাধীন ঋণ মকুবের পরিমাণের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকবে।

৯.২ অন্যান্য চাষীদের এককালীন ঋণ পরিশোধ যোজনার ছাড় এর বিষয়ে ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি এই মর্মে শংসাপত্র প্রদান করবে যে ঋণ খাতাটির নিস্পত্তি সন্তোষজনক ভাবে হয়েছে। এই শংসাপত্রে বিশেষভাবে ঋণমকুবের ছাড়ের পরিমান, চাষীকে তার অংশের কত টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং এককালীন ঋণ পরিশোধের (OTS) ছাড়ের পরিমান উল্লিখিত থাকবে।

৯.৩ এই শংসাপত্রটির বয়ান ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক / নাবার্ডের (NABARD) নির্দেশ অনুযায়ী হবে। ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি চাষীর কাছ থেকে শংসাপত্র প্রাপ্তির রসিদ সংগ্রহ করবে।

১০. ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা ঃ

১০.১ প্রত্যেক ঋণদান প্রতিষ্ঠান এই যোজনার আওতাভুক্ত চাষীদের তালিকার সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার এবং প্রত্যেক চাষীর ঋণ মকুব বা ঋণ ছাড়ের বিবরণ সম্বন্ধে দায়ী থাকবে।
এই যোজনার জন্য ঋণদান প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি দলিল লেখ্য, তৈরী তালিকা এবং প্রেরিত শংসাপত্রে অনুমোদিত আধিকারীকের পদাধিকার সহ স্বাক্ষর থাকবে।

১০.২ প্রত্যেক ঋণদান প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক রাজ্যওয়াড়ি (সেই রাজ্যে তাদের শাখা সংখ্যা অনুযায়ী) অভিযোগ প্রতিকার আধিকারিক নিয়োগ করবে। অভিযোগ প্রতিকার আধিকারিকের নাম ও ঠিকানা ঋণদান প্রতিষ্ঠানের প্রতি শাখায় বিজ্ঞাপিত করতে হবে। অভিযোগ প্রতিকার আধিকারিকের ক্ষুব্ধ চাষীদের অভিযোগ গ্রহণ করার এবং অভিযোগের প্রতিকারের সঠিক নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। অভিযোগ প্রতিকার আধিকারিকের

R.C.P.D. Deptt. U.B.I. H.O.

নির্দেশই চূড়ান্ত হবে।

১০.৩ কোন চাষী যদি ক্ষুব্ধ হয় নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য, তাহলে সে অভিযোগ প্রতিকার আধিকারিকের কাজে সরাসরি ভাবে বা যে শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল তার মাধ্যমে অভিযোগ নিবেদন করতে পারে। ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণগুলি ঃ-

ক) তার নাম ৭.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৈরী দুটি তালিকাতেই নেই।

খ) তার নাম ভুল তালিকাতে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

গ) ঋণ মকুব বা ছাড়ের পরিমাণের হিসাব ভুল হয়েছে।

প্রতিটি অভিযোগের নিবেদন গৃহীত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

১১. হিসাব পরীক্ষা ঃ

এই যোজনা অনুসারে যে সকল ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষি ঋণ মকুব ও ছাড় দিয়েছে তাদের হিসাবনিকাশের খাতাপত্র (এমনকি শাখাসমূহতে রক্ষিত ও পরিচালিত খাতাপত্রসহ) সকল খাতা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) / রাষ্ট্রীয় কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (NABARD) এর প্রস্তাবিত নির্দেশাবলী অনুসার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার আওতাভূক্ত। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) / রাষ্ট্রীয় কৃষি এবং গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক (NABARD) এর নির্দেশানুসার এই হিসাবনিকাশের খাতা সহবর্তমান হিসাব পরীক্ষক (Concurrent Auditors) অথবা সংবিধিবদ্ধ হিসাব পরীক্ষক (Statutory Auditors) বা বিশেষ হিসাব পরীক্ষক (Special Auditors) দ্বারা হিসাবনিকাশের খাতার পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে কোন কোন ঋণ প্রতিষ্ঠান অথবা তার একাধিক শাখার হিসাবের খাতাসমূহ বিশেষ নিরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার নির্দেশ দিতে পারে।

১২. প্রচার ঃ

১২.১ এই যোজনার আওতাভূক্ত সমস্ত ঋণপ্রতিষ্ঠানগুলি শাখাসমূহতে এই যোজনার বিবরণের প্রতিলিপি ইংরাজী ভাষা, রাজভাষা, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

১২.২ এই যোজনার প্রতিলিপি বিত্তমন্ত্রালয় (Ministry of Finance), অর্থনৈতিক পরিষেবা বিভাগ (Department of Financial Services), ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) এবং রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (NABARD) এর ওয়েবসাইট - এ দেখা যাবে।

১৩. সংশয়ের ব্যাখ্যা ও সমস্যা দূরীকরণ ঃ-

১৩.১ এই যোজনার অর্ন্তগত কোন অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা অথবা কোন নির্দেশে কোনরূপ সংশয় হলে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সেই সন্দেহের অবসান করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের

সিদ্ধান্তই এই ব্যাখ্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

১৩.২ এই যোজনার অর্ন্তগত নির্দেশাবলী অথবা প্রতিবিধানের কার্যকরণে যদি কোনরূপ সমস্যা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সকল সমস্যা শীঘ্র দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে আদেশ স্বরূপ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৪. সতর্কীকরণ / উপদেশকরণ

রাষ্ট্রীয়স্তরে উপদেশকরণ সমিতি (National Level Monitoring Committee) গঠিত হবে - /

(i) সচিব, অর্থনৈতিক পরিষেবা বিভাগ, বিত্ত মন্ত্রালয় - সভাপতি (Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance - Chairperson)

(ii) সচিব, কৃষি এবং সহায়তা বিভাগ, কৃষি মন্ত্রালয় (Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.)

(iii) ডেপুটি গভর্নর, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, (Deputy Governor, Reserve Bank of India)

(iv) চেয়ারম্যান, নাবার্ড (Chairman, NABARD)

(v) দুইটি রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(vi) দুইটি ক্ষেত্রীয় গ্রামীন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, (Chairman of two Regional Rural Banks) and

(vii) দুইটি রাজ্যস্তরের সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই যোজনা কার্যন্বয়নের উপদেষ্টা স্বরূপ থাকবেন। (Managing Director of two State Level Cooperative Banks)

(viii) নির্দেশাবলীর ১নং সংযোজন।

U.B.I. H.O. R.C.P.P.O. Deptt.